দৈনিক ইনকিলাব

061

তারিখ 09 AUG 1996
পৃষ্ঠা ... 11 ... কলাম 1 ...

উপজেলা পরিক্রমা

ভাণ্ডারিয়া

॥ নাছির খান ॥

পিরোজপুর জেলার একটি অবহেলিত জনপদ ভাণ্ডারিয়া। জেলা সদর থেকে মাত্র ২৪ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। এ উপজেলার পূর্বে কাঠালিয়া ও রাজাপুর। দক্ষিণে মঠবাড়িয়া ও কাঠালিয়ার কিয়দাংশ। উত্তরে কাউখালী এবং পশ্চিমে প্রমত্তা কচা নদী। ১১০ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট এ উপজেলার মোট জনসংখ্যা ১ লাখ ৩০ হাজার ১শ' ৫ জন। ৭টি ইউনিয়ন ও ৩৭টি গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত এ এলাকার শতকরা ৫৫ ভাগ লোক বাস করে চরম দারিদ্র্য সীমার নীচে।

এককালের প্রথিতযশা সাংবাদিক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার জন্মস্থান এ উপজেলায়। সে সময় ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি উৎপাদন ঐতিহ্যের দাবি রাখত। বর্তমানে তার সামান্য ছোয়াটুকুও এখানে নেই। পর্বত সমান সমস্যা আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে এ অবহেলিত উপজেলাকে। নানাবিধ সমস্যার মধ্যে কৃষি, শিক্ষা, যোগাযোগ, চিকিৎসা, হাটবাজার, বিদ্যুৎ ও ব্যাংক ব্যবস্থাই প্রধান।

কৃষি

সমতল ভূপ্রকৃতির এ উপজেলার শতকরা ৯০ জন লোক কৃষিজীবী। এ উপজেলার মোট জমির পরিমাণ ৩৮ হাজার ১শ' ৬২ একর। এর মধ্যে আবাদী জমি ২৭ হাজার ৮শ' ৯২ একর। অনাবাদী হল ১০ হাজার ২শ' ৭০ একর। প্রয়োজনীয় কৃষি সরঞ্জামাদি, সার, কীটনাশক ওষুধ ও কৃষি ঋণের অভাবে এ এলাকার চাষাবাদ ব্যাহত হচ্ছে। এ উপজেলার প্রধান প্রধান উৎপাদিত কৃষি পণ্য হল ধান, পাট, আলু, মরিচ, ডাল, আখ, কলা ইত্যাদি।

শিক্ষা

এ উপজেলায় ১টি সরকারী কলেজ, ২টি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ১৫টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৮টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৯৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৬টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৪১টি মাদ্রাসা রয়েছে। বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত এ প্রতিষ্ঠানগুলোয় নেই ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়ার উপযোগী পরিবেশ। হাতে গোণা যে কয়টি ভাল বিদ্যালয় রয়েছে তাও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এ জরাজীর্ণ বিদ্যালয়ের গৃহ, শিক্ষক স্বল্পতা, আসবাবপত্রের অভাবের কারণে ব্যাহত হচ্ছে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর লেখাপড়া।

যোগাযোগ

এ অবহেলিত এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত। এ কারণেই এখানকার জীবন-যাত্রার মান পশ্চাৎপদ। এক এলাকা থেকে অন্য এলাকার সাথে যোগাযোগের একমাত্র বাহন হচ্ছে সনাতন পদ্ধতির লঞ্চ ও নৌকা। এ এলাকায় মাত্র ২০৫ কিলোমিটার সড়ক পথ আছে। এর মধ্যে ১২ কিলোমিটার পাকা। ১৯৩ কিলোমিটার কাঁচা। কাঁচা রাস্তাগুলো দীর্ঘ দিনের সংস্কারের অভাবে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। বর্ষার মওসুমে এসব রাস্তায় পায়ে হেঁটেও চলাচল অসম্ভব হয়ে পড়ে। এগুলোর আশু সংস্কার প্রয়োজন।

চিকিৎসা

এখানে ২৫ শয্যা বিশিষ্ট ১টি হাসপাতাল আছে। এ ছাড়া ১টি পল্লিস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ১টি পশু হাসপাতাল আছে। নানা সমস্যার কারণে হাসপাতালটিতে নেই কোন চিকিৎসার সুস্থ পরিবেশ। ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জামের অভাব, নার্সসহ অন্যান্য কর্মচারীদের স্বল্পতা, অক্সিজেন ও এক্সরে মেশিন না থাকায় চিকিৎসা বিঘ্নিত হচ্ছে। এ হাসপাতালে প্রতিদিন গড়ে ১০০ থেকে ১৫০ জন রোগী চিকিৎসার জন্য আসে। কিন্তু এখানে কোন জরুরী ও জীবন রক্ষাকারী ওষুধ নেই। বহির্বিভাগে কিছু ট্যাবলেট ও ওষুধের নামে লাল পানি দেয়া হয়। জরুরী বিভাগেরও তথৈবচ অবস্থা। একমাত্র পশু হাসপাতালটিরও রয়েছে চরম দৈন্যদশা। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে হাঁস-মুরগীর মড়ক লেগেই আছে। গবাদি পশুকেও বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারাতে হচ্ছে।

হাটবাজার

এ উপজেলার হাটবাজারের সংখ্যা ২৬টি। এগুলোর স্থান সংকট, নর্দমা এবং নানাবিধ সমস্যার কারণে জনসাধারণকে পোহাতে হয় চরম ভোগান্তি। নৌকা অথবা পায়ে হেঁটেই এসব হাটে যাওয়া-আসা করা হয়।

বিদ্যুৎ

বিদ্যুতের সমস্যার কারণে এ উপজেলায় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, চলতি অর্থ বছরেই ভাণ্ডারিয়া উপজেলাকে পল্লী বিদ্যুতের আওতায় আনা হবে।

ব্যাংক ব্যবস্থা

এ উপজেলায় ৭টি ইউনিয়নে মোট ৩টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ২টি কৃষি ব্যাংকের শাখা কাজ করছে। কেবলমাত্র ২টি কৃষি ব্যাংকেই কিছুটা পল্লীর কৃষকদের মধ্যে ঋণ সুবিধে দিচ্ছে। বাকীরা বলতে গেলে নিষ্ক্রীয়।